

বৈকুণ্ঠের খাতা (boikunther khata)

প্রথম দৃশ্য

কেদার ও তিনকড়ি

কেদার।

দেখ্ তিনকড়ে-অবিনাশ তো আমার গন্ধ পেলেই তেড়ে আসে--

তিনকড়ি।

মানুষ চেনে দেখছি, আমার মতো অবোধ নয়।

কেদার।

কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, আমার শ্যালীর সঙ্গে তার বিবাহ দিয়ে এই জায়গাটাতেই বসবাস করব, আর ঘুরে বেড়াতে পারি নে--

তিনকড়ি।

টিকতে পারবে না দাদা। তোমার মধ্যে একটা ঘূর্ণি আছেন, তিনিই বরাবর ঘুরিয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত ঘোরাবেন।

কেদার।

এখন অবিনাশের দাদা বৈকুণ্ঠকে বশ করতে এসে আমার কী দুর্গতি হয়েছে দেখ্। কে জানত বুড়ো বই লেখে। এত বড়ো একখানা খাতা আমাকে পড়তে দিয়ে চলে গেছে--

তিনকড়ি।

ওরে বাবা! ইঁদুরের মতো চুরি করে খেতে এসে খাতার জাঁতাকলের মধ্যে পড়ে গেছ দেখছি।

কেদার।

কিন্তু তিনকড়ে, তুইই আমার সব প্ল্যান মাটি করবি।

তিনকড়ি।

কিছু দরকার হবে না দাদা, তুমি একলাই মাটি করতে পারবে।

কেদার।

দেখ্ তিনু, এ-সব ব্যস্ত হবার কাজ নয়। গণেশকে সিদ্ধিদাতা বলে কেন-- তিনি মোটা লোকটি, খুব চেপে বসে থাকতে জানেন, দেখে মনে হয় না যে তাঁর কিছুতে কোনো গরজ আছে--

তিনকড়ি।

কিন্তু তাঁর ইঁদুরটি--

কেদার।

ফের বকছিস? লক্ষ্মীছাড়া, তুই একটু আড়ালে যা।

তিনকড়ি।

চললুম দাদা। কিন্তু ফাঁকি দিয়ো না। সময়কালে অভাগা তিনকড়েকে মনে রেখো।

[উভয়ের প্রস্থান]

বৈকুণ্ঠের প্রবেশ

বৈকুণ্ঠ।

দেখছেন কেদারবাবু?

কেদার।

আজ্ঞে হাঁ, দেখছি বৈকি! কিন্তু আমার মতে, ওর নাম কী, বইয়ের নামটা যেন কিছু বড়ো হয়ে পড়েছে।

বৈকুণ্ঠ।

বড়ো হোক, কিন্তু বিষয়টা বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রাচীন ও প্রচলিত সংগীতশাস্ত্রের আদিম উৎপত্তি ও ইতিহাস এবং নূতন সার্বভৌমিক স্বরলিপির সংক্ষিপ্ত ও সরল আদর্শ প্রকরণ"। এতে আর কোনো কথাটি বাদ গেল না।

কেদার।

তা বাদ যায় নি। কিন্তু ওর নাম কী, মাপ করবেন বৈকুণ্ঠবাবু--কিছু বাদসাদ দিয়েই নাম রাখতে হয়, কিন্তু লেখা যা হয়েছে সে পড়তে পড়তে, ওর নাম কী, শরীর রোমাঞ্চ হয়ে ওঠে!

বৈকুণ্ঠ।

হা হা হা হা! রোমাঞ্চ! আপনি ঠাট্টা করছেন।

কেদার।

সে কী কথা!

বৈকুণ্ঠ।

ঠাট্টার বিষয় বটে। ও আমার একটা পাগলামি। হা হা হা হা! সংগীতের উৎপত্তি ও ইতিহাস, মাথা আর মুণ্ডু। দিন খাতাটা। বুড়ো মানুষকে পরিহাস করবেন না কেদারবাবু।

কেদার।

পরিহাস! ওর নাম কী, পরিহাস কি মশায় দু ঘন্টা ধরে কেউ করে। ভেবে দেখুন দেখি, কখন থেকে আপনার খাতা নিয়ে পড়ছি। তা হলে তো রামের বনবাসকেও, ওর নাম কী, কৈকেয়ীর পরিহাস বলতে পারেন।

বৈকুণ্ঠ।

হা হা হা হা! আপনি বেশ কথাগুলি বলেন।

কেদার।

কিন্তু হাসির কথা নয় বৈকুণ্ঠবাবু, ওর নাম কী, আপনার লেখার স্থানে স্থানে যথার্থই রোমাঞ্চ হয়--তা, কী বলে, আপনার মুখের সামনেই বললুম।

বৈকুণ্ঠ।

বুঝেছি আপনি কোন্ জায়গার কথা বলছেন, সেখানটা লেখার সময় আমারই চোখে জল এসেছিল। যদি আপনার বিরক্তি বোধ না হয় তো সেই জায়গাটা একবার পড়ে শোনাই।

কেদার।

বিরক্তি! বিলক্ষণ ! ওর নাম কী, আমি আপনাকে ঐ জায়গাটা পড়বার জন্যে অনুরোধ করতে যাচ্ছিলুম। (স্বগত) শ্যালীটিকে পার করা পর্যন্ত হে ভগবান, আমাকে ধৈর্য দাও-তার পরে আমারও একদিন আসবে!

বৈকুণ্ঠ।

কী বলছেন কেদারবাবু?

কেদার।

বলছিলুম যে, ওর নাম কী, সাহিত্যের কামড় কচ্ছপের কামড়-যাকে একবার ধরে, ওর নাম কী, তাকে সহজে ছাড়তে চায় না। আহা, অমন জিনিস কি আর আছে?

বৈকুণ্ঠ।

হা হা হা হা! কচ্ছপের কামড়! আপনার কথাগুলি বড়ো চমৎকার। এই যে সেই জায়গাটা। তবে শুনুন।-- হে ভারতভূমি, এক সময়ে তুমি প্রবীণ বীর্যবান পুরুষদিগের তপোভূমি ছিলে;

তখন রাজার রাজত্বও তপস্যা ছিল, কবির কবিত্বও তপস্যারই নামান্তর ছিল। তখন তাপস জনক রাজ্যশাসন করিতেন, তখন তাপস বাল্মীকি রামায়ণগানে তপঃপ্রভাব উৎসারিত করিয়া দিতেন; তখন সকল জ্ঞান, সকল বিদ্যা, সংসারের সকল কর্তব্য, জীবনের সকল আনন্দ সাধনার সামগ্রী ছিল। তখন গৃহাশ্রমও আশ্রম ছিল, অরণ্যাশ্রমও আশ্রম ছিল। আজ যে কুলত্যাগিনী সংগীতবিদ্যা নাট্যশালায় বিদেশী বংশীর কাংস্যকণ্ঠে আর্তনাদ করিতেছে, প্রমোদালয়ে সুরাসরোবরে স্থলিতচরণে আত্মহত্যা করিয়া মরিতেছে, সেই সংগীত একদিন ভরতমুনির তপোবলে মূর্তিমান হইয়া স্বর্গকে স্বর্গীয় করিয়া তুলিয়াছিল; সেই সংগীত সাধকশ্রেষ্ঠ নারদের বীণাতন্ত্রী হইতে শুভ্ররশ্মিরাশির ন্যায় বিচ্ছুরিত হইয়া বৈকুণ্ঠ ধিপতির বিগলিত পাদপদ্মনিস্যন্দিত পুণ্য নির্ঝরিণীকে ল্লান মর্ত্যলোকে প্রবাহিত করিয়াছিল। হে দুর্ভাগিনী ভারতভূমি, আজ তুমি কৃশকায় দীনপ্রাণ রোগজীর্ণ শিশুদিগের ক্রীড়াভূমি; আজ তোমার যজ্ঞবেদীর পুণ্য মৃত্তিকা লইয়া অবোধগণ পুতুলিকা নির্মাণ করিতেছে; আজ সাধনাও নাই, সিদ্ধিও নাই; আজ বিদ্যার স্থলে বাচালতা, বীর্যের স্থলে অহংকার এবং তপস্যার স্থলে চাতুরী বিরাজ করিতেছে। যে বজ্রবক্ষ বিপুল তরণী একদিন উত্তাল তরঙ্গ ভেদ করিয়া মহাসমুদ্র পার হইত, আজ সে তরণীর কর্ণধার নাই; আমরা কয়েকজন বালকে তাহারই কয়েক খণ্ড জীর্ণ কাষ্ঠ লইয়া ভেলা বাঁধিয়া আমাদের পল্লীপ্রান্তের পঙ্কপল্লে ক্রীড়া করিতেছি এবং শিশুসুলভ মোহে অজ্ঞানসুলভ অহংকার কল্পনা করিতেছি, এই ভগ্ন ভেলাই সেই অর্ণবতরী, আমরাই সেই আর্ষ, এবং আমাদের গ্রামের এই জীর্ণপত্রকলুষিত জলকুণ্ডই সেই অতলম্পর্শ সাধনসমুদ্র।

ঈশানের প্রবেশ

ঈশান ।

বাবু খাবার এসেছে।

বৈকুণ্ঠ।

তাকে একটু বসতে বলো।

ঈশান ।

বসতে বলব কাকে? খাবার এসেছে।

কেদার।

তা হলে আমি উঠি। ওর নাম কী, স্বার্থপর হয়ে আপনাকে
অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি--

বৈকুণ্ঠ।

কেন, আপনি উঠছেন কেন?

ঈশান।

নাঃ, ওঁর আর উঠে কাজ নেই! তামাম রাত ধরে তোমার ঐ লেখা
শুনুন! (কেদারের প্রতি) যাও বাবু, তুমি ঘরে যাও। আমাদের
বাবুকে আর খেপিয়ে তুলো না।

[উভয়ের প্রস্থান]

কেদার।

ইনি আপনার কে হন?

বৈকুণ্ঠ।

ঈশেন, আমার চাকর।

কেদার।

ওঃ, ওর নাম কী, ঐর কথাগুলি বেশ পষ্ট পষ্ট।

বৈকুণ্ঠ।

হা হা হা হা! ঠিক বলেছেন। তা, কিছু মনে করবেন না--অনেক দিন থেকে আছে-- আমাকে মানে-টানে না।

কেদার।

ওর নাম কী, অল্পক্ষণের আলাপ যদিচ, তবু আমাকেও বড়ো মানে না দেখলুম। কিন্তু ওর কথাটা আপনি কানে তোলেন নি-- খাবার এসেছে।

বৈকুণ্ঠ।

তা হোক, রাত হয় নি-এই অধ্যায়টা শেষ করে ফেলি।

কেদার।

বৈকুণ্ঠবাবু, খাবার আপনার ঘরে আসে এবং এসে বসেও থাকে- ওর নাম কী, আমাদের ঘরে তাঁর ব্যবহার অন্য রকমের। দেখুন, যখন ছেলেবেলায় কালেজে পড়তুম তখন, ওর নাম কী, খুব উচ্চ মাচার উপরেই আশালতা চড়িয়েছিলুম; তাতে বড়ো বড়ো লাউয়ের মতো দেড়-হাত দু-হাত ফলও ঝুলে পড়েছিল, কিন্তু কী বলে, গোড়ায় জল পেলো না, ভিতরে রস প্রবেশ করলে না, ওর নাম কী, সব ফাঁপা হয়ে রইল। এখন কোথায় পয়সা, কোথায় অন্ন, এই করেই মরছি। ভিতরে সার যা ছিল সব চুপসে, ওর নাম কী, শুকিয়ে গেল।

বৈকুণ্ঠ।

আহা হা হা! এতবড়ো দুঃখের বিষয় আর কিছু হতে পারে না। অথচ সর্বদাই প্রফুল্ল আছেন--আপনি মহানুভব ব্যক্তি!

(কেদারের হাত চাপিয়া ধরিয়া) দেখুন, আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যদি আপনার কোনো সাহায্য করতে পারি খুলে বলবেন-- কিছুমাত্র সংকোচ--

কেদার।

মাপ করবেন বৈকুণ্ঠবাবু, ওর নাম কী, আমাকে টাকার প্রত্যাশী মনে করবেন না-- আজ যে আনন্দ দিয়েছেন এর তুলনায়, ওর নাম কী, টাকার তোড়া--

[উভয়ের প্রস্থান]

তিনকড়ি।

(জনান্তিকে) খুশি হয়ে দিতে চাচ্ছে, নে না--

কেদার।

সব মাটি করলে লক্ষ্মীছাড়া বাঁদর কোথাকার--

বৈকুণ্ঠ।

এ ছেলেটি কে?

কেদার।

দেনার সঙ্গে যেমন সুদ, ওর নাম কী, উনি আমার তেমনি।

নিজের দায়ই সামলাতে পারি নে, তার উপর আবার ভগবান, কী বলে, ঢাকের উপর টেঁকি চড়িয়েছেন।

তিনকড়ি।

উনি যদি হন গোরু আমি হই গুঁর লেজ। যখন চরে খান আমি পিঠের মাছি তাড়াই, আবার যখন চাষার হাতে লাঞ্ছনা খেতে হয় তখন মলাটা আমার উপর দিয়েই যায়।

বৈকুণ্ঠ।

হা হা হা হাঃ। এ ছোকরাটি বেড়ে পেয়েছেন। এর যে খুব চোখে-
মুখে কথা। দেখুন, বিলম্ব হয়ে গেছে, আজ আমার এইখানেই
আহারাতি হোক-না।

কেদার।

না না, সে আপনার অসুবিধা করে কাজ নেই।

তিনকড়ি।

বিলম্বণ! শুভকার্যে বাধা দিতে নেই। খাওয়াতে ঠুঁর সামান্য
অসুবিধে, না খেতে পেলে আমাদের অসুবিধে ঢের বেশি। থিদে
পেয়েছে মশায়।

বৈকুণ্ঠ।

বেশ বাবা, তুমি পেট ভরে খেয়ে যাও। তৃপ্তির সঙ্গে খেতে দেখলে
আমার বড়ো আনন্দ হয়।

কেদার।

এই ছোঁড়াটাকে ভগবান, ওর নাম কী, অন্তরিন্দ্রিয়ের মধ্যে কেবল
একটি জঠর দিয়েছেন মাত্র। আপনার এই আশ্রমটিতে এলে
পেট বলে যে একটা গভীর গহ্বর আছে, কী বলে, সে কথা
একেবারে ভুলে যেতে হয়। মনে হয় যেন কেবল একজোড়া
হৃৎপিণ্ডের উপরে, ওর নাম কী, একখানি মুণ্ডু নিয়ে বসে আছি।

বৈকুণ্ঠ।

হা হা হা হাঃ! আপনি বড়ো সুন্দর রস দিয়ে কথা বলতে পারেন--
বা বা, আপনার চমৎকার ক্ষমতা।

তিনকড়ি।

কথায় মত্ত হয়ে প্রতিজ্ঞে ভুলবেন না বৈকুণ্ঠবাবু। খিদে ক্রমেই বাড়ছে।

বৈকুণ্ঠ।

বটে বটে! ঈশেন! ঈশেন! একবার এই দিকে শুনে যাও তো ঈশেন!

ঈশানের প্রবেশ

ঈশান।

একটি ছিল, দুটি জুটেছে!

তিনকড়ি।

রেগো না দাদা, তোমাকেও ভাগ দেব।

ঈশান।

এখনো লেখা শোনানো চলছে বুঝি!

বৈকুণ্ঠ।

(লজ্জিতভাবে খাতা আড়াল করিয়া) না না, লেখা, কোথায়? দেখো ঈশেন, ইয়ে হয়েছে--এই দুটি বাবু বুঝেছ, এঁদের জন্যে কিছু খাবার এনে দিতে হচ্ছে।

ঈশান।

খাবার এখন কোথায় জোগাড় করব।

তিনকড়ি।

ও বাবা!

বৈকুণ্ঠ।

ঈশেন, বুঝেছ, তুমি একবার বাড়ির মধ্যে গিয়ে আমার মাকে বলে এসোগে যে--

ঈশান।

সে হবে না বাবু, দিদিঠাকুরনকে আমি আবার এই দিবসান্তে বেড়ি ধরাতে পারব না--তিনি তোমার ভাত কোলে নিয়ে সেই অবধি বসে আছেন--

বৈকুণ্ঠ।

তা, ঐদের না খাইয়ে তো আমি খেতে পারব না, তুমি একবার মাকে বললেই-

ঈশান।

তা জানি, তাঁকে বললেই তিনি ছুটে যাবেন, কিন্তু আজ সমস্ত দিন একাদশী করে আছেন। বাবু, আজকের মতো তোমরা ঘরে গিয়ে খাওগে।

তিনকড়ি।

দাদা, পরামর্শ দেওয়া সহজ, কিন্তু খাবার না থাকলে কী করে খাওয়া যায় সে সমিস্যে তো কেউ মেটাতে পারলে না।

কেদার।

তিনকড়ে, থাম্। বৈকুণ্ঠবাবু, ব্যস্ত হবেন না, ওর নাম কী, আজ থাক্-না--

বৈকুণ্ঠ।

দেখ্ ঈশেন, তোর জ্বালায় কি আমি বাড়িঘরদোর ছেড়ে বনে গিয়ে পালাব! বাড়িতে দুজন ভদ্রলোক এলে তাদের দু-মুঠো

খেতে দিবি নে! হারামজাদা লক্ষ্মীছাড়া বেটা! বেরো তুই আমার ঘর থেকে--

[উভয়ের প্রস্থান]

তিনকড়ি।

আহা, রাগ করবেন না। আমি ঠাউরেছিলাম খাওয়াতে আপনার কোনো অসুবিধে নেই, ঠিক বুঝতে পারি নি, একটু অসুবিধে আছে বৈকি! এ লোকটিকে ইতিপূর্বে দেখি নি-তা ছাড়া আপনার বুড়ো মা-

বৈকুণ্ঠ।

না না, সেটি আমার একমাত্র বিধবা মেয়ে, আমার নীরু, আমার মা নেই।

তিনকড়ি।

মা নেই! ঠিক আমারই মতো।

কেদার।

বৈকুণ্ঠবাবু, ওর নাম কী, আজ তবে উঠি-- ঈশানকোণে ঝড়ের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।--

তিনকড়ি।

দাঁড়াও না, যাবে কোথায়? দেখুন বৈকুণ্ঠবাবু লজ্জা পাবেন না-- এই তিনকড়ের পোড়াকপালের আঁচ পেলে অন্নপূর্ণার হাঁড়ির তলা দু-ফাঁক হয়ে যায়। যা #হাক, আমার উপর সম্পূর্ণ ভার দিন, আমি বড়োবাজার থেকে আহারের জোগাড় করে আনছি। আপনাকে আর কিছু দেখতে হবে না।

কেদার।

(কৃত্রিম রোষে) দেখ্ তিনকড়ি। এতদিন, ওর নাম কী, আমার সহবাসে এবং দৃষ্টান্তে তোর এই, কী বলে, হয় জঘন্য লুন্ধ প্রবৃত্তি ঘুচল না! আজ থেকে, ওর নাম কী, তোর মুখদর্শন করব না।

[উভয়ের প্রস্থান]

বৈকুণ্ঠ।

আহা, আহা, রাগ করে যাবেন না কেদারবাবু-- কেদারবাবু, শুনে যান।

তিনকড়ি।

কিছু ভাববেন না। কেদারদাকে আমি বেশ জানি। ওকে আমি আধ ঘন্টার মধ্যে জুড়িয়ে ঠাণ্ডা করে আপনার এখানে হাজির করে দেব। বুঝছেন না, পেটে আগুন জ্বললেই বাক্যগুলো কিছু গরম গরম আকারে মুখ থেকে বেরোতে থাকে।

বৈকুণ্ঠ।

হা হা হা হাঃ! বাবা, তোমার কথাগুলি বেশ। তা দেখো, এই তোমাকে কিঞ্চিৎ জলপানি দিচ্ছি। (নোট দিয়া) কিছু মনে কোরো না।

তিনকড়ি।

কিছু না, কিছু না। এর চেয়ে বেশি দিলেও কিছু মনে করতুম না-- আমার সে-রকম স্বভাবই নয়।

[উভয়ের প্রস্থান]

ঈশানের প্রবেশ

ঈশান।

বাবু! (বৈকুণ্ঠ নিরুত্তর) -- বাবু! (নিরুত্তর) --বাবু খাবার এসেছে।
(নিরুত্তর) -- খাবার ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে।

বৈকুণ্ঠ।

(রাগিয়া) যা--আমি খাব না।

ঈশান।

আমায় মাপ করো--খাবার জুড়িয়ে গেল।

বৈকুণ্ঠ।

না, আমি খাব না।

ঈশান।

পায়ে ধরি বাবু--খেতে চলো--রাগ কোরো না।

বৈকুণ্ঠ।

যাঃ বেরো তুই--বিরক্ত করিস নে।

ঈশান।

দাও আমার কান মলে দাও--বাবু--

অবিনাশের প্রবেশ

অবিনাশ।

কী দাদা। এখনো বসে বসে লিখছ বুঝি?

বৈকুণ্ঠ।

না না, কিচ্ছু না--এখন লিখতে যাব কেন? ঈশানের সঙ্গে বসে
বসে গল্প করছি। -ঈশেন, তুই যা, আমি যাচ্ছি।

[উভয়ের প্রস্থান]

অবিনাশ।

দাদা, মাইনের টাকাগুলো এনেছি--এই কুড়ি টাকার পাঁচ কেতা
নোট আর পাঁচশো টাকার একখানা।

বৈকুণ্ঠ।

ঐ পাঁচশো টাকার খানা তুমিই রাখো-না অবু।

অবিনাশ।

কেন দাদা।

বৈকুণ্ঠ।

যদি কোনো আবশ্যক হয়--খরচপত্র--

অবিনাশ।

আবশ্যক হলে চেয়ে নেব--

বৈকুণ্ঠ।

তবে এইখানে রাখো। তোমার হাতে টাকা দিলেও তো থাকে না।
যে আসে তাকেই বিশ্বাস করে বস। টাকা রাখতে হলে লোক
চিনতে হয় ভাই।

অবিনাশ।

(হাসিয়া) সেইজন্যেই তো তোমার হাতে দিয়ে নিশ্চিত হই দাদা।

বৈকুণ্ঠ।

অবি, হাসছিস যে! কেন, আমাকে কেউ ঠকিয়েছে বলতে
পারিস? সেদিন সেই স্বরসূত্রসার বই কিনলেম, তোরা নিশ্চয় মনে
করেছিস ঠকেছি --কিন্তু সংগীত সম্বন্ধে অমন প্রাচীন বই আর

আছে? হীরে দিয়ে ওজন করলেও ওর দাম হয় না। তিনশো টাকায় তো অমনি পেয়েছি।

অবিনাশ।

ও বই সম্বন্ধে আমি কি কিছু বলেছি ?

বৈকুণ্ঠ।

তাতেই তো বুঝতে পারলুম তোরা মনে করছিস বুড়ো ঠকেছে। নইলে একবার জিজ্ঞাসা করতে হয়, একবার নেড়েচেড়ে দেখতে হয়--

অবিনাশ।

ওর আর আছে কী দাদা। নাড়তে চাড়তে গেলে যে গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যাবে।

বৈকুণ্ঠ।

সেই তো ওর দাম। ও ধুলো কি আজকের ধুলো। ও ধুলো লাখ টাকা দিয়ে মাথায় রাখতে হয়।

অবিনাশ।

দাদা, এ মাসে আমাকে পঁচাত্তর টাকা দিতে হবে।

বৈকুণ্ঠ।

কেন, কী করবি? (অবিনাশ নিরুত্তর) -- নিলেম থেকে বিলিতি গাছ কিনবি বুঝি? ঐ তোর এক গাছ-পোঁতা বাতিক হয়েছে। দিনরাত যত রাজ্যের উড়েমালী নিয়ে কারবার! কত মিথ্যে গাছের নাম করে কত লোক যে তোমাকে ঠকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তার আর সংখ্যে করা যায় না। অবু, তুই বিয়েথাওয়া করবি নে?

অবিনাশ।

তার চেয়ে অন্য বাতিকগুলো যে ভালো। বয়স প্রায় চল্লিশ হল,
আর কেন?

বৈকুণ্ঠ।

সে কী, এরই মধ্যে চল্লিশ ?

অবিনাশ।

এরই মধ্যে আর কই? ঠিক পুরো সময়ই লেগেছে--যেমন অন্য
লোকের হয়ে থাকে।

বৈকুণ্ঠ।

আমারই অন্যায় হয়েছে! ছি ছি, লোকে স্বার্থপর বলবে। আর
দেরি করা নয়।

অবিনাশ।

একটি লোক বসে আছে, আমি তবে চললুম।

[উভয়ের প্রস্থান]

বৈকুণ্ঠ।

নিশ্চয় সেই মানিকতলার মালী। একেই বলে বাতিক।

কেদারের প্রবেশ

বৈকুণ্ঠ।

এই যে কেদারবাবু ফিরে এসেছেন-- বড়ো খুশি হলুম--তা হলে--
কেদার।

দেখুন, ওর নাম কী, আপনার লাইব্রেরিতে সকল রকম সংগীতের
বই আছে, কিন্তু, কী বলে, চীনেদের সংগীতপুস্তক বোধ করি
নেই।

বৈকুণ্ঠ।

(ব্যস্ত হইয়া) আজ্ঞে না। আপনি কোথাও সন্ধান পেয়েছেন?
কেদার।

একখানি জোগাড় করে এনেছি, আপনাকে উপহার দিতে চাই।
বইখানি, ওর নাম কী, বহুমূল্য। এই দেখুন। (স্বগত) বেটা
চীনেম্যানের কাছ থেকে তার পুরানো জুতোর হিসেবে চেয়ে
এনেছি।

বৈকুণ্ঠ।

তাই তো। এ যে আদত চীনে ভাষা দেখছি। কিচ্ছু বোঝবার জো
নেই। আশ্চর্য! একেবারে সোজা অক্ষর! বা, বা, চমৎকার! তা এর
দাম--

কেদার।

মাপ করবেন, ওর নাম কী-

বৈকুণ্ঠ।

না, সে হবে না! আপনি যে কষ্ট করে বইখানি খুঁজে এনেছেন
এতেই আমি আপনার কেনা হয়ে রইলুম, আমার ঋণ আর
বাড়াবেন না!

কেদার।

(নিশ্বাস ফেলিয়া) কিন্তু কী বলব, দামটা--বোধ হয় ঠকেছি।

বৈকুণ্ঠ।

আজ্ঞে না, তা কখনো হতেই পারে না। আমি জানি কিনা, এ-সব
জিনিসের দাম বেশি।

কেদার।

আজ্ঞে, বেটা তো পঁয়ত্রিশ টাকা চেয়ে বসেছে, বোধ করি, ওর নাম কী, ত্রিশেই রফা হবে।

বৈকুণ্ঠ।

পঁয়ত্রিশ! এ তো জলের দর! টাকাটা এখনই দিয়ে দিন--আবার যদি মত বদলায়। চীনেম্যান বোধ হয় নিতান্ত দায়ে পড়েছে।

কেদার।

দায় বলে দায়! শুনলুম দেশে তার তিন শ্যালী আছে, তিনটিকেই এক কুলীন চীনেম্যানের সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে। কন্যাদায় দায়, কিন্তু, কী বলে ভালো, শ্যালীদায়ের সঙ্গে তার তুলনাই হয় না।

বৈকুণ্ঠ।

(হাসিয়া) বল কী কেদারবাবু!

কেদার।

সাধে বলি! ভুক্তভোগীর কথা। ওর নাম কী, শ্বশুরবাড়িতে শ্যালী অতি উত্তম জিনিস--অমন জিনিস আর হয় না--কিন্তু সেখান থেকে চ্যুত হয়ে হঠাৎ স্কন্ধের উপর এসে পড়লে, ওর নাম কী, সকলে সামলাতে পারে না।

বৈকুণ্ঠ।

সামলাতে পারে না! হা হা, হা হা!

কেদার।

আজ্ঞে, আমি তো পারছি নে। একে শ্যালী তাতে নিখুঁত সুন্দরী, তাতে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছেন, ওর নাম কী, ঘরে তো আর টেকা যায় না। চোখ মেলে চাইলে স্ত্রী ভাবে শ্যালীকে খুঁজছি, ওর নাম কী,

চোখ বুজে থাকলে স্ত্রী ভাবে আমি শ্যালীর ধ্যান করছি। কাসলে মনে করে কাসির মধ্যে একটি অর্থ আছে, আবার কী বলে ভালো, প্রাণপণে কাসি চেপে থাকলে মনে করে তার অর্থ আরো সন্দেহজনক।

অবিনাশের প্রবেশ

অবিনাশ।

কী দাদা, খাবার ঠাণ্ডা হয়ে এল, এখনো লেখা নিয়ে বসে আছ!
বৈকুণ্ঠ।

না, না, লেখাটেখা কিছু নয়, কেদারবাবুর সঙ্গে গল্প করছি।

অবিনাশ।

তাই তো, কেদার দেখছি! কী সর্বনাশ! তুমি কোথা থেকে হে।
দাদাকে পেয়ে বসেছ বুঝি।

কেদার।

হা হা হা হাঃ! অবিনাশ, চিরকালই তুমি ছেলেমানুষ রয়ে গেলে
হে।

অবিনাশ।

দাদা, তোমার লেখা শোনার আর লোক পেলো না? শেষকালে
কেদারকে ধরেছ ? ও যে তোমাকে ধরলে আর ছাড়বে না।

বৈকুণ্ঠ।

আঃ অবিনাশ, ছিঃ, কী বকছ?

কেদার।

বৈকুণ্ঠবাবু আপনি ব্যস্ত হবেন না, ওর নাম কী, অবিনাশের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়েছি, আমার সঙ্গে দেখা হলেই ওর আর ঠাট্টা ছাড়া কথা নেই।

অবিনাশ।

তোমার ঠাট্টা যে আমার ঠাট্টার চেয়ে গুরুতর। এই সেদিন আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে গেলে, আবার বুঝি দরকার পড়েছে তাই দাদার বই শুনতে এসেছ?

কেদার।

ভাই অবিনাশ, ওর নাম কী, এক-একসময় তোমার কথা শুনে হঠাৎ ভ্রম হয় যে, যা বলছ বুঝি বা সত্যই বলছ! কী জানি, বৈকুণ্ঠবাবু মনে ভাবতেও পারেন যে, কী বলে ভালো--

বৈকুণ্ঠ।

(ব্যস্ত হইয়া) না না কেদারবাবু! আমি কিছু মনে ভাবছি নে। কিন্তু অবিনাশ, সত্যি কথা বলতে কি, তোমার ঠাট্টাগুলো কিছু রুঢ় হয়ে পড়ছে। বন্ধুকেও--

অবিনাশ।

আমি তো ঠাট্টা করছি নে--

বৈকুণ্ঠ।

অ্যাঁ! ঠাট্টা নয়! অভদ্র কোথাকার! কেদারবাবু আমার ঘরে আসেন সে আমার সৌভাগ্য। তুই আমার সামনে তাঁকে অপমান করিস!

কেদার।

আহা, রাগ করবেন না বৈকুণ্ঠবাবু--

অবিনাশ।

দাদা, মিথ্যা রাগ করছ কেন। কেদারের আবার অপমান কিসের?
বৈকুণ্ঠ।

আবার! তোর সঙ্গে আর আমি কথা কব না।

অবিনাশ।

মাপ করো দাদা! (বৈকুণ্ঠ নিরুত্তর) -- মাপ করো, আমার
অপরাধ হয়েছে! (নিরুত্তর) --দাদা, রাগ করে থেকো না--
বৈকুণ্ঠ।

তবে শোন্। কেদারবাবুর একটি বিবাহযোগ্য্য পরমা সুন্দরী
বয়ঃপ্রাপ্ত শ্যালী আছে, তোরও তো বিবাহযোগ্য্য বয়স হয়েছে--
এখন--

কেদার।

যোগ্য্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ।

বৈকুণ্ঠ।

ঠিক বলেছেন, আমার মনের কথাটি বলেছেন।

কেদার।

আমারও ঠিক ঐ মনের কথা।

অবিনাশ।

কিন্তু দাদা, আমার মনের কথা একটু স্বতন্ত্র। আমার বিবাহ
করবার ইচ্ছে নেই।

কেদার।

অবিনাশ, তুমি হাসালে। বিবাহ করবার পূর্বেই অনিচ্ছে! ওর নাম
কী, করবার পরে যদি হত তো মানে পাওয়া যেত।

বৈকুণ্ঠ।

মেয়েটি তো সুন্দরী--

অবিনাশ।

তাকে দেখেছ নাকি?

বৈকুণ্ঠ।

দেখতে হবে কেন? কেদারবাবু যে বলছেন।

[অবিনাশ নিরুত্তর

কেদার।

বিশ্বাস হল না? কী বলে, আমার আকৃতি দেখেই ভয় পেলে--কিন্তু
ওর নাম কী, সে যে আমার শ্যালী, আমার স্ত্রীর সহোদরা, আমার
বংশের কেউ নয়। একবার স্বচক্ষে দেখে এলে হয় না?

বৈকুণ্ঠ।

সে তো বেশ কথা, দেখে এসো-না অবিনাশ।

অবিনাশ।

দেখে আর করব কী! ঘরের মধ্যে বাইরের লোক আনতে চাই নে-

-

কেদার।

তা এনো না। কিন্তু ওর নাম কী, বাইরের লোকের পানে একবার
তাকাতে দোষ কী--কী বলে, একবার দেখে এলে ঘরেরও ক্ষতি
নেই, ওর নাম কী, বাইরেরও বিশেষ ক্ষয় হবে না।

অবিনাশ।

আচ্ছা, তাই হবে। এখন খেতে যাও দাদা, নীরু আমাকে পাঠিয়ে দিলে।

বৈকুণ্ঠ।

এই যে কেদারবাবু এখনো--আগে ঔঁর--

কেদার।

বিলক্ষণ !

অবিনাশ।

তা, খাবার না বলে দিলে খাবার আসবে কোথা থেকে! ঈশেনকে একবার ডাকা যাক।

কেদার।

ঈশেনকে ডেকো না ভাই, ওর নাম কী, তার সঙ্গে পূর্বেই দুটো-একটা কথাবার্তা হয়ে গেছে।

খাবারের চাঙারি হস্তে তিনকড়ির প্রবেশ

তিনকড়ি।

এই নাও--বসে যাও--আমি পরিবেশন করছি।

বৈকুণ্ঠ।

তুমিও বোসো না বাপু, পরিবেশনের ব্যবস্থা আমি করছি।

তিনকড়ি।

ব্যস্ত হবেন না মশায়, নিজে আগে খেয়ে নিয়েছি।

কেদার।

দূর লক্ষ্মীছাড়া পেটুক!

তিনকড়ি।

ভাই, তিনকড়ের ভাগ্যে বিঘ্নি ঢের আছে বরাবর দেখে আসছি।
জন্মাবামাত্র দুধ খাবার জন্যে কান্না ধরলুম, তার ঠিক পূর্বেই মা
গেল মরে। ভাই, সবুর করতে আর সাহস হয় না।

অবিনাশ।

এ ছোকরাটিকে কোথায় জোগাড় করলে কদার?

কদার।

ওর নাম কী, দেশদেশান্তর খুঁজতে হয় নি, আপনি জুটেছে। এখন
এঁকে থোব কোথায়, কী বলে ভালো, তাই খুঁজছি।

অবিনাশ।

দাদা, তা হলে তুমি এখন খেতে যাও।

বৈকুণ্ঠ।

বিলক্ষণ ! আগে এঁদের হোক।

কদার।

সে কী কথা বৈকুণ্ঠবাবু--

বৈকুণ্ঠ।

কদারবাবু, আপনি কিছু সংকোচ করবেন না, খেতে দেখতে
আমার বড়ো আনন্দ।

তিনকড়ি।

বেশ তো, আবার কাল দেখবেন। আমরা তো পালাচ্ছি নে।
কিছুতেই না।

কেদার।

তিনকড়ে, বরঞ্চ তুই ঐ চাঙারিটা বাড়ি নিয়ে চল্। কী বলে, ঐঁদের
আর কেন মিছে বিরক্ত করা।

তিনকড়ি।

আজ তো আর দরকার দেখি নে। আবার কাল আছে।

[অবিনাশের হাস্য

বৈকুণ্ঠ।

এ ছোকরাটি বেশ কথা কয়। একে আমার বড়ো ভালো লাগছে।
কিন্তু আহারটা এইখানেই করতে হচ্ছে, সে আমি কিছুতেই
ছাড়ছি নে--

ঈশানের প্রবেশ

ঈশান।

বাবু!

বৈকুণ্ঠ।

আরে, শুনেছি, এই যে যাচ্ছি। আপনারা তা হলে যাবেন দেখছি।
তবে আর ধরে রাখব না।

তিনকড়ি।

আজ্ঞে না, তা হলে বিপদে পড়বেন।

[বৈকুণ্ঠ অবিনাশ ও ঈশানের প্রস্থান

(কেদারের প্রতি) এই নে ভাই, টাকা-কটা বেঁচেছে-- এ জিনিস
আমার হাতে টেকে না।

কেদার।

তোর বাবা তোর নাম দিয়েছে তিনকড়ি, আমি তোকে ডাকব
মানিক। লাখো টাকা তোর দাম।

[উভয়ের প্রস্থান]

বৈকুণ্ঠের খাতা (boikunther khata)

দ্বিতীয় দৃশ্য

কেদার ও অবিনাশ

কেদার ।

ওর নাম কী, আজ তবে উঠি, অনেক বিরক্ত করা গেছে--

অবিনাশ।

বিলক্ষণ! বিরক্ত আবার কিসের! একটু বসে যাও-না! শোনো-না-
- আমি চলে আসার পর সেদিন মনোরমা আমার কথা কিছু
বললে?

কেদার ।

সে আবার কি বলবে! তোমার নাম করবামাত্র তার গাল, ওর নাম
কী, বিলিতি বেগুনের মতো টকটক করে ওঠে!

অবিনাশ।

(হাসিতে হাসিতে) বল কী কেদার, এত লজ্জা!

কেদার।

কী বলে, ঐটেই তো হল খারাপ লক্ষণ!

অবিনাশ।

(ধাক্কা দিয়া) দূর ! কী বলিস তার ঠিক নেই! খারাপ লক্ষণটা কী
হল শুনি!

কেদার।

ওর নাম কী, ওটা স্বভাবের নিয়ম। যেমন তীর ছোঁড়া--গোড়ায়
পিছনের দিকে প্রাণপণে পড়ে টান, তার পরে, ওর নাম কী, ছাড়া

পাবামাত্রই সামনের দিকে একেবারে বোঁ করে দেয় ছুট! গোড়ায় যেখানে বেশি লজ্জা দেখা যাচ্ছে, ওর নাম কী, ভালোবাসার দৌড়টাও সেখানে বড্ড বেশি হবে।

অবিনাশ।

বল কী কেদার! তা, কিরকম লজ্জাটা তার দেখলে, শুনিই না! তোমরা বুঝি আমার নাম করে তাকে ঠাট্টা করেছিলে ?

কেদার।

ভাই, সে অনেক কথা। আজ একটু কাজ আছে, আজ তবে--
অবিনাশ।

আঃ, বোসো-না কেদার ! শোনো না, একটা কথা আছে। বুঝেছ কেদার, একটা আংটি কেনা গেছে। বুঝেছ ?

কেদার।

খুব সহজ কথা, ওর নাম কী, বুঝেছি।

অবিনাশ।

সহজ ? আচ্ছা, কী বুঝেছ বলো দেখি।

কেদার।

টাকা থাকলে আংটি কেনা সহজ, ওর নাম কী, এই বুঝেছি।

অবিনাশ।

কিছু বোঝ নি। এই আংটিটি আমি তোমার হাত দিয়ে মনোরমাকে উপহার পাঠাতে চাই। তাতে কিছু দোষ আছে?

কেদার।

আমি তো কিছু দেখি নে। যদি বা থাকে তো দোষটুকু বাদ দিয়ে,
ওর নাম কী, আংটিটুকু নিলেই হবে।

অবিনাশ।

আঃ তোমার ঠাট্টা রাখো। শোনো-না কেদার, ঐসঙ্গে একটা
চিঠিও দিই-না?

কেদার।

সে আর বেশি কথা কী।

অবিনাশ।

তবে চট্ করে লিখে দিই।

[লিখিতে প্রবৃত্ত

কেদার।

আংটিটা তো লাভ করা গেল। কিন্তু দুই ভাইয়ের মাঝখানে পড়ে
মেহন্নতটাও বড় বেশি হচ্ছে। এখন, বিবাহটা শীঘ্র চুকে গেলে
একটু জিরোবার সময় পাওয়া যায়।

বৈকুণ্ঠের প্রবেশ

বৈকুণ্ঠ।

(উঁকি মারিয়া স্বগত) এই যে, ভায়া আমার কেদারবাবুকে নিয়ে
পড়েছে! কনে দেখে ইস্তক ঔঁকে আর এক মুহূর্ত ছাড়ে না।
বাতিকগ্রস্ত মানুষ কিনা, সকল বিষয়েই বাড়াবাড়ি! কেদারবাবু
বোধ হয় একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছেন! বেচারাকে আমি
উদ্ধার না করলে উপায় নেই। (ঘরে ঢুকিয়া) এই যে কেদারবাবু,
আমার সেই নতুন পরিচ্ছেদটি শোনাবার জন্যে আপনাকে খুঁজে
বেড়াচ্ছি।

কেদার।

(স্বগত) আর তো বাঁচি নে!

অবিনাশ।

(চিঠি ঢাকিয়া) দাদা, কেদারবাবুর সঙ্গে একটা কাজের কথা ছিল।
বৈকুণ্ঠ।

কাজের তো সীমা নেই! ছোঁড়াটার মাথা একেবারে ঘুরে গেছে।--
কিন্তু কেদারবাবুকে না পেলে তো আমার চলছে না।

ভূত্যের প্রবেশ

ভূত্য।

বাবু মানিকতলা থেকে মালী এসেছে।

অবিনাশ।

এখন যেতে বলে দে!

[উভয়ের প্রস্থান]

বৈকুণ্ঠ।

যাও-না, একবার শুনেই এসো-না! ততক্ষণ আমি কেদারবাবুর
কাছে আছি--

কেদার।

আমার জন্যে ব্যস্ত হবেন না, ওর নাম কী, আমি আজ তবে--
অবিনাশ।

না কেদার; একটু বোসো।

বৈকুণ্ঠ।

না, না, আপনি বসুন। দেখো অবিনাশ, গাছপালা সম্বন্ধে তোমার
যে আলোচনাটা ছিল সেটা অবহেলা কোরো না। সেটা বড়ো
স্বাস্থ্যকর, বড়োই আনন্দজনক।

অবিনাশ।

কিছু অবহেলা করব না দাদা, কিন্তু এখন একটা বড়ো দরকারি
কাজ আছে।

বৈকুণ্ঠ।

আচ্ছা, তা হলে তোমরা একটু বোসো। ভালোমানুষ পেয়ে বেচারী
কেদারবাবুকে ভারি মুশকিলে ফেলেছে--একটু বিবেচনা নেই--
বয়সের ধর্ম!

তিনকড়ির প্রবেশ

কেদার।

আবার এখানে কী করতে এলি?

তিনকড়ি।

ভয় কী দাদা, দুজন আছে-- একটিকে তুমি নাও, একটি আমাকে
দাও।

বৈকুণ্ঠ।

বেশ কথা বাবা, এসো, আমার ঘরে এসো।

কেদার।

তিনকড়ে, তুই আমাকে মাটি করলি।

তিনকড়ি।

সব্বাই বলে তুমিই আমাকে মাটি করেছ। (কাছে গিয়া) রাগ কর
কেন দাদা, যে অবধি তোমাকে দেখেছি সেই অবধি আপন বাপ
দাদা খুড়ো কাউকে দু চক্ষে দেখতে পারি নে। এত ভালোবাসা।
কেদার।

বাজে বকিস কেন, তোর আবার বাপ দাদা কোথা!

তিনকড়ি।

বললে বিশ্বাস করবি নে, কিন্তু আছে ভাই। ওতে তো খরচও নেই,
মাহাত্মিও নেই--তিনকড়েরও বাপ দাদা থাকে, যদি আমার নিজে
করে নিতে হত তবে কি আর থাকত? কক্খনো না!

বৈকুণ্ঠ।

হা হা হা হাঃ! ছেলেটি বেশ কথা কয়। চলো বাবা, আমার ঘরে
চলো।

[উভয়ের প্রস্থান]

অবিনাশ।

খুব সংক্ষেপে লিখলুম, বুঝেছ কেদার-- কেবল একটি লাইন--
"দেবীপদতলে বিমুক্ত ভক্তের পূজোউপহার"।

কেদার।

তা, কোনো কথাটিই বাদ দেওয়া হয় নি-দিব্যি হয়েছে-তবে আজ
উঠি।

অবিনাশ।

কিন্তু পদতলে কথাটা কি ঠিক খাটল-ওটা কিনা আংটি-
কেদার।

কী বলে ভালো, তা "করতলে'ই লিখে দাও-না !

অবিনাশ।

কিন্তু করতলে পূজোপহারটা কেমন শোনাচ্ছে!

কেদার।

তা, না হয় পূজোপহার নাই হল, ওর নাম কী-

অবিনাশ।

শুধু "উপহার' লিখলে বড়ো ফাঁকা শোনায়, "পূজোপহারই' থাক্-

কেদার।

তা থাক্-না-

অবিনাশ।

কিন্তু তা হলে "করতলে'টা কী করা যায়--

কেদার।

ওটা পদতলেই করে দাও-না--ওর নাম কী, তাতে ক্ষতি কী ।

আমি তা হলে উঠি।

অবিনাশ।

একটু রোসো-না। আংটি সম্বন্ধে পদতলে কথাটা খাপছাড়া

শোনাচ্ছে।

কেদার।

খাপছাড়া কেন হবে! তুমি তো পদতলে দিয়ে খালাস, তার পরে

ওর নাম কী, তিনি করতলে তুলে নেবেন, কী বলে, যদি স্বয়ং না

নেন তো অন্য লোক আছে।

অবিনাশ।

আচ্ছা, পূজোপহার না লিখে যদি প্রণয়োপহার লেখা যায়।

কেদার।

সেটা যদি খুব চট করে লেখা যায় তো সেইটেই ভালো।

অবিনাশ।

কিন্তু রোসো, একটু ভেবে দেখি।

ঈশানের প্রবেশ

ঈশান।

খাবার ঠাণ্ডা হয়ে এল যে।

অবিনাশ।

আচ্ছা, সে হবে এখন, তুই যা।

ঈশান।

দিদিঠাকরুন বসে আছে--

অবিনাশ।

আচ্ছা আচ্ছা, তুই এখন পালা--

ঈশান।

(কেদারের প্রতি) বড়োবাবুর তো আহারনিদ্রা বন্ধ, আবার ছোটবাবুকেও খেপিয়ে তুলেছ?

কেদার।

ভাই ঈশেন, যদিচ আমার নিমক খাও না, তবু ওর নাম কী, আমার কথাটাও একবার ভেবে দেখো। তোমার বড়োবাবু খুব বিস্তারিত করে লিখে থাকেন আর তোমার ছোটবাবু কী বলে, অত্যন্ত সংক্ষেপেই লেখেন, কিন্তু আমার কপালক্রমে দুইই

সমান হয়ে ওঠে--অবিনাশ, তোমার খাবার এসেছে, ওর নাম কী,
আমি উঠি।

অবিনাশ।

বিলক্ষণ! তুমিও খেয়ে যাও। ঈশেন, বাবুর জন্যে খাবার ঠিক
করো।

ঈশান।

সময়মত বল না, এখন আমি খাবার ঠিক করি কোথেকে?

অবিনাশ।

তোর মাথা থেকে! বেটা ভূত!

ঈশান।

এও যে ঠিক বড়োবাবুর মতো হয়ে এল, আমাকে আর টিকতে
দিলে না।

[উভয়ের প্রস্থান]

অবিনাশ।

এখানে "প্রণয়োপহার" লিখলে "দেবী" কথাটা বদলাতে হয়। দেবীর
সঙ্গে প্রণয় হবে কী করে।

কেদার।

কেন হবে না! তা হলে দেবতাগুলো, ওর নাম কী, বাঁচে কী করে?
ভাই অবিনাশ, স্ত্রীজাতি স্বর্গে মর্ত্যে পাতালে যেখানেই থাকুক, ওর
নাম কী, তাদের সঙ্গে প্রণয় হতে পারে, কী বলে ভালো, হয়েও
থাকে। তুমি অত ভেবো না! (স্বগত) এখন ছাড়লে বাঁচি।

তিনকড়ির প্রবেশ

তিনকড়ি।

ও দাদা! তোমার বদল ভেঙে নাও! তুমি সেখানে যাও, আমি বরঞ্চ এখানে একবার চেষ্টা দেখি।

কেদার।

কেন রে, কী হয়েছে?

তিনকড়ি।

ওরে বাস রে! #স কী খাতা! আমি তার মধ্যে সঁধোলে আমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না! সেইটে পড়তে দিয়ে বুড়ো কোথায় উঠে গেল, আমি তো এক দৌড়ে পালিয়ে এসেছি।

বৈকুণ্ঠের প্রবেশ

বৈকুণ্ঠ।

কী তিনকড়ি, পালিয়ে এলে যে!

তিনকড়ি।

আপনি অতবড়ো একখানা বই লিখলেন আর এইটুকু বুঝলেন না!

বৈকুণ্ঠ।

কেদারবাবু, যদি আপনি একবার আসেন তা হলে--

কেদার।

চলুন। (স্বগত) রামে মারলেও মরব রাবণে মারলেও মরব, কিন্তু অবিনাশের ঐ একটি লাইন নিয়ে তো আর পারি নে!

অবিনাশ।

কেদার, তুমি যাও কোথায়! দাদা, আমার সেই কাজটা--

বৈকুণ্ঠ।

(রাগিয়া উঠিয়া) দিনরাত্তির তোমার কাজ! কেদারবাবু ভদ্রলোক,
ওঁকে একটু বিশ্রাম দেবে না! তোমাদের একটু বিবেচনা নেই!
আসুন কেদারবাবু।

কেদার।

ওর নাম কী, চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান]

অবিনাশ।

মনোরমা তোমার কে হন তিনকড়ি?

তিনকড়ি।

তিনি আমার দূরসম্পর্কে বোন হন, কিন্তু সে পরিচয় প্রকাশ হলে
তিনি ভারি লজ্জা পাবেন।

অবিনাশ।

তাঁর খুব লজ্জা, না তিনকড়ি?

তিনকড়ি।

আমার সম্বন্ধে ভারি লজ্জা। কাউকে মুখ দেখাবার জো নেই।

অবিনাশ।

না, তোমার সম্বন্ধে বলছি নে, আমার সম্বন্ধে। জান তো তিনকড়ি,
আমার সঙ্গে তাঁর একটা সম্বন্ধ--

তিনকড়ি।

ওঃ, বুঝেছি। তা তো হতেই পারে। আমার সঙ্গেও একটি কন্যের
সম্বন্ধ হয়েছিল--বিবাহের পূর্বে সে তো লজ্জায় মরেই গেল।

অবিনাশ।

আঃ, কী বল তিনকড়ি!

তিনকড়ি।

শুধু লজ্জা নয়, শুনলুম তার যকৃৎও ছিল।

অবিনাশ।

মনোরমার--

তিনকড়ি।

যকৃতের দোষ নেই।

অবিনাশ।

আঃ, সে কথা আমি জিজ্ঞাসা করছি নে, আমি হৃদয়ের কথা বলছি--

তিনকড়ি।

মশায়, ও-সব বড়ো শক্ত শক্ত কথা, আমি বুঝি নে। মেয়েমানুষের হৃদয় তিনকড়ি কখনো পায় নি, কখনো প্রত্যাশাও করে নি। দিব্যি আছি।

অবিনাশ।

আচ্ছা, সে থাক্--কিন্তু, দেখো তিনকড়ি, মনোরমাকে আমি একটি আংটি উপহার দেব। বুঝলে? সেইসঙ্গে এক লাইন চিঠি দিতে চাই--

তিনকড়ি।

ক্ষতি কী! একটা লাইন বৈ তো নয়, চট করে হয়ে যাবে।

অবিনাশ।

এই দেখো-না, আমি লিখেছিলুম-- "দেবীপদতলে বিমুক্ত ভক্তের
পূজোপহার'। তুমি কী বল?

তিনকড়ি।

তোমার কথা তুমি বলবে, ওর মধ্যে আমার কিছু বলা ভালো হয়
না, সে হল আমার ভগ্নী--

অবিনাশ।

না না, তা বলছি নে। আংটি কি ঠিক পদতলে দেওয়া যায়!
করতলে লিখলে--

তিনকড়ি।

তা, ওটা লেখা বৈ তো না--পদতলে লিখে করতলে দিলেই হবে,
সেজন্যে তো কেউ আদালতে নালিশ করবে না।

অবিনাশ।

না হে না, লেখার তো একটা মানে থাকা চাই--

তিনকড়ি।

আংটি থাকলে আর মানে থাকার দরকার কী? ওতেই তো বোঝা
গেল।

অবিনাশ।

আংটির চেয়ে কথার দাম বেশি, তা জান?

তিনকড়ি।

তা হলে আজ আর তিনকড়েকে হাহাকার করে বেড়াতে হত না।

অবিনাশ।

আঃ, কী বকছ তুমি তার ঠিক নেই। একটু মন দিয়ে শোনো দেখি। ও লাইনটা যদি এইরকম লেখা যায় তো কেমন হয়--
"প্রেয়সীর করপদ্মে অনুরক্ত সেবকের প্রণয়োপহার"।

তিনকড়ি।

বেশ হয়।

অবিনাশ।

বেশ হয়! একটা কথা বলে দিলেই হল-- "বেশ হয়"! একটু ভেবেচিন্তে বলো-না!

তিনকড়ি।

ও বাবা! এ যে আবার রাগ করে! বুড়োর শরীরে কিন্তু রাগ নেই। (প্রকাশ্যে) তা, ভেবেচিন্তে দেখলে বোধ হয় গোড়ারটাই ছিল ভালো।

অবিনাশ।

কেন বলো দেখি। এটাতে কী দোষ হয়েছে।

তিনকড়ি।

ও বাবা। এটাতে যদি দোষ না থাকবে তো খামকা আমাকে ভাবতে বললে কেন? এ তো বড়ো মুশকিলেই পড়া গেল দেখছি।--দোষ কী জানেন অবিনাশবাবু, ও ভাবতে গেলেই দোষ, না ভাবলে কিছুতেই দোষ নেই, আমি তো এই বুঝি।

অবিনাশ।

ওঃ, বুঝেছি--তুমি বলছ, আগে থাকতে ঐ প্রেয়সী সম্বোধনটায় লোকে কিছু মনে ভাবতে পারে--

তিনকড়ি।

বাঁচা গেল!--হাঁ, তাই বটে। কিন্তু কী জানেন, আপনা-আপনি
মধ্যে নাহয় তাকে প্রেমসীই বললেন! তা কি আর অন্য কেউ বলে
না! ওইটেই লিখে ফেলুন।

অবিনাশ।

কাজ নেই, গোড়ায় যেটা ছিল সেইটেই--

তিনকড়ি।

সেইটেই তো আমার পছন্দ--

অবিনাশ।

কিন্তু একটু ভেবে দেখো-না, ওটা যেন--

তিনকড়ি।

ও বাবা! আবার ভাবতে বলে! দেখো অবিনাশবাবু, শিশুকাল
থেকে আমিও কারোও জন্যে ভাবি নি, আমার জন্যেও কেউ
ভাবে নি, ওটা আমার আর অভ্যাস হলই না। এরকম আরো
আমার অনেকগুলি শিক্ষার দোষ আছে--

অবিনাশ।

আঃ, তিনকড়ি, তুমি একটু থামলে বাঁচি। নিজের কথা নিয়েই
কেবল বকবক করে মরছ, আমাকে একটু ভাবতে দাও দেখি।

তিনকড়ি।

আপনি ভাবুন না। আমাকে ভাবতে বলেন কেন? একটু বসুন
অবিনাশবাবু, আমি কেদারদাকে ডেকে আনি। সে আমার চেয়ে
ভাবতেও জানে, ভেবে কিনারা করতেও পারে।-- আমার পক্ষে
বুড়োই ভালো।

[উভয়ের প্রস্থান]

কেদার বৈকুণ্ঠ ও তিনকড়ির প্রবেশ

বৈকুণ্ঠ।

অবিনাশ, কেদারবাবুকে আবার তোমার কী দরকার হল। আমি
ওঁকে আমার নূতন পরিচ্ছেদটা শোনাচ্ছিলুম--তিনকড়ি কিছুতেই
ছাড়লে না, শেষকালে হাতে পায়ে ধরতে লাগল।

অবিনাশ।

আমার সেই কাজটা শেষ হয় নি, তাই।

বৈকুণ্ঠ।

(রাগিয়া) তোমার তো কাজ শেষ হয় নি, আমারই সে পরিচ্ছেদটা
শেষ হয়েছিল না কি?

অবিনাশ।

তা, দাদা, ওঁকে নিয়ে যাও-না--

কেদার।

(ব্যস্ত হইয়া) ওর নাম কী, অবিনাশ, তোমারও সে কাজটা তো
জরুরি, কী বলে, আর তো দেরি করা চলে না।

বৈকুণ্ঠ।

বিলম্বণ! আপনি, সেজন্যে ভাববেন না। --নিজের কাজ নিয়ে
কেদারবাবুকে এরকম কষ্ট দেওয়া উচিত হয় না অবিনাশ। অমন
করলে উনি আর এখানে আসবেন না।

তিনকড়ি।

সে ভয় করবেন না বৈকুণ্ঠবাবু--আমাদের দুটিকে না চাইলেও
পাওয়া যায়, তাড়ালেও ফিরে পাবেন--মলেও ফিরে আসব এমনি
সকলে সন্দেহ করে।

কেদার।

তিনকড়ে! ফের!

তিনকড়ি।

ভাই, আগে থাকতে বলে রাখাই ভালো--শেষকালে ঔয়ারা কী মনে
করবেন।

ঈশানের প্রবেশ

ঈশান।

(অবিনাশ ও কেদারের প্রতি) বাবু, তোমাদের দুজনেরই খাবার
জায়গা হয়েছে।

তিনকড়ি।

আর আমাকে বুঝি ফাঁকি!--জন্মাবামাত্র যার নিজের মা ফাঁকি
দিয়ে ম'ল, বন্ধুরা তার আর কী করবে!-- কিন্তু দাদা, তিনকড়ে
তোমাকে ভাগ না দিয়ে খায় না।

কেদার।

তিনকড়ে! ফের!

তিনকড়ি।

তা, যা ভাই, চট করে খেয়ে আয় গে। দেরি করলে বড্ড লোভ
হবে। মনে হবে ছত্রিশ ব্যঞ্জন লুঠছিস।

বৈকুণ্ঠ।

সে কী কথা তিনকড়ি! তুমি না খেয়ে যাবে! সে কি হয়! ঈশেন!
ঈশান।

আমি জানি নে। আমি চললুম।

[উভয়ের প্রস্থান]

অবিনাশ ।

চলো-না তিনকড়ি। একরকম করে হয়ে যাবে।

তিনকড়ি।

টানাটানি করে দরকার কী। আপনারা এগোন। খাওয়াবার রাস্তা
বৈকুণ্ঠবাবু জানেন-- সেদিন টের পেয়েছি।

[উভয়ের প্রস্থান]

অবিনাশ।

তা হলে ও লাইনটা--

কেদার।

ওর নাম কী, খেয়ে এসে হবে।

বৈকুণ্ঠের খাতা (boikunther khata)

তৃতীয় দৃশ্য

কেদার।

কেদার।

শ্যালীর বিবাহ তো নির্বিঘ্নে হয়ে গেছে। কিন্তু বৈকুণ্ঠ থাকতে এখানে বাস করে সুখ হচ্ছে না। উপদ্রব তো করা যাচ্ছে, কিন্তু বুড়ো নড়ে না।

বৈকুণ্ঠের প্রবেশ

বৈকুণ্ঠ।

এই-যে কেদারবাবু, আপনাকে শুকনো দেখাচ্ছে যে। অসুখ করে নি তো?

কেদার।

ওর নাম কী, ডাক্তারে সকল রকম মানসিক পরিশ্রম নিষেধ করেছে--

বৈকুণ্ঠ।

আহা, কী দুঃখের বিষয়! আপনি এখানেই কিছুদিন বিশ্রাম করুন।

কেদার।

সেইরকমই তো স্থির করেছি।

বৈকুণ্ঠ।

তা দেখুন, বেণীবাবুকে--

কেদার।

বেণীবাবু নয়, বিপিনবাবুর কথা বলছেন বোধ হয়--

বৈকুণ্ঠ।

হাঁ হাঁ, বিপিনবাবুই বটে, ওই যে তিনি ছোটোবউমার কে হন--

কেদার।

খুড়ো হন--

বৈকুণ্ঠ।

খুড়োই হবেন। তা, তাঁকে আমার এই ঘরে থাকতে দিয়েছেন, সে
কি তাঁর--

কেদার।

না, ওর নাম কী, তাঁর কোনো অসুবিধে হয় নি, তিনি বেশ আছেন--
-

বৈকুণ্ঠ।

জানেন তো কেদারবাবু, আমি এই ঘরেই লিখে থাকি--

কেদার।

তা বেশ তো, আপনি লিখবেন, ওর নাম কী, আপনি লিখবেন--
তাতে বিপিনবাবুর কোনো আপত্তি নেই।

বৈকুণ্ঠ।

না, আপত্তি কেন করবেন, লোকটি বেশ--কিন্তু তাঁর একটি
অভ্যাস আছে, তিনি বিছানায় শুয়ে শুয়ে প্রায় সর্বদাই গুন গুন
করে গান করেন, তাতে লেখবার সময়--

কেদার।

কী বলে, সেজন্যে ভাবনা কী। আপনি তাঁকে ডেকেই বলুন-না--

বৈকুণ্ঠ।

না না না না। সে থাক্। তিনি ভদ্রলোক--

কেদার।

ওর নাম কী, আমিই তাঁকে ডেকে খুব ভৎসনা করে দিচ্ছি--

বৈকুণ্ঠ।

না না কেদারবাবু, সে করবেন না--লেখার সময় গান তো আমার ভালোই লাগে। কিন্তু আমি ভাবছিলাম, হয়তো আর কোনো ঘরে বেণীবাবু একলা থাকলে বেশ মন খুলে গাইতে পারেন।

কেদার।

ওর নাম কী, ঠিক উলটো। বিপিনবাবুর একটি লোক সর্বদাই চাই-

-

বৈকুণ্ঠ।

তা দেখেছি-- বড়ো মিশুক-- হয় গান নয় গল্প করছেনই-- তা আমি তাঁর কথা মন দিয়ে শুনে থাকি।-- কিন্তু দেখো কেদারবাবু, কিছু মনে কোরো না ভাই--একটা বড়ো গুরুতর বেদনা পেয়েছি, সে কথা তোমাকে না বলে থাকতে পারছি নে। ভাই, আমার সেই স্বরসূত্রসার পুঁথিখানি কে নিয়েছে।

কেদার।

কোথায় ছিল বলুন দেখি।

বৈকুণ্ঠ।

সে তো আপনি জানেন। এই ঘরে ঐ শেলফের উপর ছিল।

আজকাল এ ঘরে সর্বদা লোক আনাগোনা করছেন, আমি কাউকে কিছুই বলতে পারছি নে--কিন্তু শেলফের ঐ জায়গাটা

শূন্য দেখছি আর মনে হচ্ছে আমার বুকের কথানা পাঁজর খালি হয়ে গেছে।

কেদার।

তবে আপনাকে, ওর নাম কী, খুলে বলি, অবিনাশ আপনার লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে যায়।

বৈকুণ্ঠ।

অবু! সে তো এসব বই পড়ে না।

কেদার।

পড়ে না, ওর নাম কী, বিক্রি করে।

বৈকুণ্ঠ।

বিক্রি করে!

কেদার।

নতুন প্রণয়-- নতুন শখ-- ওর নাম কী, খরচ বেশি। আমি তাকে বলি অবু, কী বলে ভালো, মাইনের টাকা থেকে কিছু কিছু কেটে নিয়ে দাদাকে দিলেই হয়। অবু বলে, লজ্জা করে।

বৈকুণ্ঠ।

ছেলেমানুষ! প্রণয়ের খাতিরও এড়াতে পারে না, আবার দাদার সম্মানটিও রাখতে হবে।

কেদার।

ওর নাম কী, আমি আপনার বইখানি উদ্ধার করে আনব--

বৈকুণ্ঠ।

তা, যত টাকা লাগে--আপনার কাছে আমি চিরঋণী হয়ে থাকব।

কেদার।

(স্বগত) বাজারে তো তার চার পয়সা দামও হল না, এ আরো হল ভালো-- ধর্মও রইল কিছু পাওয়াও গেল।

[উভয়ের প্রস্থান]

অবিনাশের প্রবেশ

অবিনাশ।

দাদা!

বৈকুণ্ঠ।

কী ভাই অবু!

অবিনাশ।

আমার কিছু টাকার দরকার হয়েছে--

বৈকুণ্ঠ।

তাতে লজ্জা কী অবু! আমি বলছি কী, এখন থেকে তোমার টাকা তুমিই রাখো না ভাই--আমি বুড়ো হয়ে গেলুম, হারিয়েই ফেলি কি ভুলেই যাই, আমার কি মনের ঠিক আছে।

অবিনাশ।

এ আবার কী নতুন কথা হল দাদা!

বৈকুণ্ঠ।

নতুন কথা নয় ভাই। তুমি বিয়েথাওয়া করে সংসারী হয়েছ, আমি তো সন্ন্যাসী মানুষ-

অবিনাশ।

তুমিই তো, দাদা, আমার বিয়ে দিয়ে দিলে--তাতেই যদি পর হয়ে থাকি, তবে থাক্, টাকাকড়ির কথা আর আমি বলব না।

[উভয়ের প্রস্থান]

বৈকুণ্ঠ।

আহা, অবু, রাগ কোরো না , শোনো আমার কথাটা, আহা শুনে যাও--

"ভাবতে পারি নে পরের ভাবনা" গাহিতে গাহিতে বিপিনের প্রবেশ
বৈকুণ্ঠ।

এই-যে বেণীবাবু--

বিপিন।

আমার নাম বিপিনবিহারী।

বৈকুণ্ঠ।

হাঁ হাঁ, বিপিনবাবু। আপনার বিছানায় ওই-যে বইগুলি রেখেছেন
ওগুলি পড়ছেন বুঝি?

বিপিন।

নাঃ, পড়ি নে, বাজাই।

বৈকুণ্ঠ।

বাজান? তা আপনাকে যদি বাঁয়া তবলা কি মৃদঙ্গ--

বিপিন।

সে তো আমার আসে না, আমি বই বাজাই। দেখুন বৈকুণ্ঠবাবু,
আপনাকে রোজ বলব করি, ভুলে যাই-- আপনার এই ডেক্সো

আর ঐ গোটাকতক শেলফ্‌ এখান থেকে সরাতে হচ্ছে, আমার বন্ধুরা সর্বদাই আসছে, তাদের বসাবার জায়গা পাচ্ছি নে--

বৈকুণ্ঠ।

আর তো ঘর দেখি নে--দক্ষিণের ঘরে কেশববাবু আছেন, ডাক্তার তাঁকে বিশ্রাম করতে বলেছে--পূর্বের ঘরটায় কে কে আছেন আমি ঠিক চিনি নে-- তা বেণীবাবু--

বিপিন।

বিপিনবাবু--

বৈকুণ্ঠ।

হাঁ, হাঁ, বিপিনবাবু--তা, যদি ওগুলো এক পাশে সরিয়ে রাখি তা হলে কি কিছু অসুবিধে হয়?

বিপিন।

অসুবিধা আর কী, থাকবার কষ্ট হয়। আমি আবার বেশ একটু ফাঁকা না হলে থাকতে পারি নে। "ভাবতে পারি নে পরের ভাবনা লো সই!"

ঈশানের প্রবেশ

বৈকুণ্ঠ।

ঈশেন, এ ঘরে বেণীবাবুর--

বিপিন।

বিপিনবাবুর--

বৈকুণ্ঠ।

হাঁ, বিপিনবাবুর থাকার কিছু কষ্ট হচ্ছে।

ঈশান।

কষ্ট হয়ে থাকে তো আর আবশ্যক কী, ওঁর বাপের ঘরদুয়ের কিছু নেই নাকি!

বৈকুণ্ঠ।

ঈশেন, চুপ কর।

বিপিন।

কী রাস্কেল, তুই এতবড়ো কথা বলিস!

ঈশান।

দেখো, গালমন্দ দিয়ো না বলছি--

বৈকুণ্ঠ।

আঃ ঈশেন, থাম্--

বিপিন।

আমি তোদের এ ঘরে পায়ের ধুলো মুছতে চাই নে, আমি এখনই চললুম।

বৈকুণ্ঠ।

যাবেন না বেণীবাবু, আমি গলবস্ত্র হয়ে বলছি মাপ করবেন--

(বৈকুণ্ঠকে ঠেলিয়া বিপিনের প্রস্থান) ঈশেন, তুই কী করলি বল্ দেখি--তুই আর আমাকে বাড়িতে টিকতে দিলি নে দেখছি।

ঈশান।

আমিই দিলুম না বটে!

বৈকুণ্ঠ।

দেখ ঈশেন, অনেক কাল থেকে আছিস, তোর কথাবার্তাগুলো আমাদের অভ্যাস হয়ে এসেছে, এরা নতুন মানুষ--এরা সইতে পারবে কেন? তুই একটু ঠাণ্ডা হয়ে কথা কইতে পারিস নে?

ঈশান।

আমি ঠাণ্ডা থাকি কী করে! এদের রকম দেখে আমার সর্বশরীর জ্বলতে থাকে।

বৈকুণ্ঠ।

ঈশেন, ওরা আমাদের নতুন কুটুম্ব, ওরা কিছুতে ক্ষুণ্ণ হলে অবিনাশের গায়ে লাগবে, সে আমাকেও কিছু বলতে পারবে না, অথচ তার হল--

ঈশান।

সে তো সব বুঝেছি। সেইজন্যেই তো ছোটো বয়সে ছোটোবাবুকে বিয়ে দেবার জন্যে কতবার বলেছি। সময়কালে বিয়ে হলে এতটা বাড়াবাড়ি হয় না।

বৈকুণ্ঠ।

যা, আর বকিস নে ঈশেন, এখন যা, আমি সকল কথা একবার ভেবে দেখি।

ঈশান।

ভেবে দেখো! এখন যে কথাটা বলতে এসেছিলুম বলে নিই। আমাদের ছোটোমার খুড়ি না পিসি না কে এক বুড়ি এসে দিদিঠাকরুনকে যে দুঃখ দিচ্ছে সে তো আমার আর সহ্য হয় না।

বৈকুণ্ঠ।

আমার নীরুমাঝে! সে তো কারও কিছুতে থাকে না।

ঈশান।

তাঁকে তো দিনরাত্তির দাসীর মতো খাটিয়ে মারছে। তার পরে
আবার মাগী তোমার নামে খোঁটা দিয়ে তাঁকে বলে কিনা যে, তুমি
তোমার ছোটোভাইয়ের টাকায় গায়ে ফুঁ দিয়ে বড়োমানষি করে
বেড়াচ্ছ! মাগীর যদি দাঁত থাকত তো নোড়া দিয়ে ভেঙে দিতুম
না!

বৈকুণ্ঠ।

তা, নীরু কী বলে?

ঈশান।

তিনি তো তাঁর বাপেরই মেয়ে, মুখখানি যেন ফুলের মতো শুকিয়ে
যায়, একটি কথা বলে না--

বৈকুণ্ঠ।

(কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া) একটা কথা আছে, "যে সয় তারই জয়"--

ঈশান।

সে কথা আমি ভালো বুঝি নে। আমি একবার ছোটোবাবুকে--

বৈকুণ্ঠ।

খবরদার ঈশেন, আমার মাথার দিব্যি দিয়ে বলছি, অবিনাশকে
কোনো কথা বলতে পারবি নে।

ঈশান।

তবে চুপ করে বসে থাকব?

বৈকুণ্ঠ।

না, আমি একটা উপায় ঠাউরেছি। এখানে জায়গাতেও আর কুলোচ্ছে না, ঐদের সকলেরই অসুবিধে হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি, তা ছাড়া অবিনাশের এখন ঘর-সংসার হল, তার টাকাকড়ির দরকার, তার উপরে ভার চাপাতে আমার আর ইচ্ছে নেই--আমি এখান থেকে যেতে চাই--

ঈশান।

সে তো মন্দ কথা নয়, কিন্তু--

বৈকুণ্ঠ।

ওর আর কিন্তুটিন্তু নেই ঈশেন। সময় উপস্থিত হলেই প্রস্তুত হতে হয়।

ঈশান।

তোমার লেখাপড়ার কী হবে?

বৈকুণ্ঠ।

(হাসিয়া) আমার লেখা! সে আবার একটা জিনিস! সবাই হাসে, আমি কি তা জানি নে ঈশেন? ওসব রইল পড়ে। সংসারে লেখায় কারও কোনো দরকার নেই।

ঈশান।

ছোটোবাবুকে তো বলে কয়ে যেতে হবে?

বৈকুণ্ঠ।

তা হলে সে কিছুতেই যেতে দেবে না। সে তো আর আমাকে "যাও" বলতে পারবে না ঈশেন। গোপনেই যেতে হবে, তার পর তাকে লিখে জানাব। যাই, আমার নীরুকে একবার দেখে আসি গে।

[উভয়ের প্রশ্ন]

তিনকড়ি ও কেমারের প্রশ্ন

তিনকড়ি।

দাদা, তুমি তো আমাকে ফাঁকি দিয়ে হাসপাতালে পাঠালি, সেখান থেকেও আমি ফাঁকি দিয়ে ফিরেছি। কিছুতেই মলেম না।

কেদার।

তাই তো রে, দিব্যি টিকে আছিস যে।

তিনকড়ি।

ভাগ্যে, দাদা, একদিনও দেখতে যাও নি--

কেদার।

কেন রে!

তিনকড়ি।

যম বেটা ঠাউরালে এ ছোঁড়ার দুনিয়ায় কেউই নেই, নেহাত তাচ্ছিল্য করে নিলে না। ভাই, তোকে বলব কী, এই তিনকড়ের ভিতরে কতটা পদার্থ আছে সেইটে দেখবার জন্যে মেডিক্যাল কলেজের ছোকরাগুলো সব ছুরি উঁচিয়ে বসে ছিল--দেখে আমার অহংকার হত। যাই হোক দাদা, তুমি তো এখানে দিব্যি জমিয়ে বসেছ।

কেদার।

যা, যা, মেলা বকিস নে। এখন এ আমার আত্মীয়বাড়ি তা জানিস?

তিনকড়ি।

সমস্তই জানি, আমার অগোচর কিছুই নেই। কিন্তু বুড়ো
বৈকুণ্ঠকে দেখছি নে যে। তাকে বুঝি ঠেলে দিয়েছিস? ওইটে
তোর দোষ। কাজ ফুরোলেই--

কেদার।

তিনকড়ে! ফের! কানমলা খাবি।

তিনকড়ি।

তা, দে মলে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে হয়, বৈকুণ্ঠকে যদি তুই
ফাঁকি দিস তা হলে অধর্ম হবে, আমার সঙ্গে যা করিস সে
আলাদা--

কেদার।

ইস, এত ধর্ম শিখে এলি কোথা।

তিনকড়ি।

তা, যা বলিস ভাই, যদিচ তুমি-আমি এতদিন টিকে আছি তবু ধর্ম
বলে একটা কিছু আছে। দেখো কেদারদা, আমি যখন
হাসপাতালে পড়ে ছিলাম, বুড়োর কথা আমার সর্বদা মনে হত।
পড়ে পড়ে ভাবতুম, তিনকড়ি নেই, এখন কেদারদার হাত থেকে
বুড়োকে কে ঠেকাবে। বুড়ো দুঃখ হত।

কেদার।

দেখ তিনকড়ে, তুই যদি এখানে আমাকে জ্বালাতে আসিস তা
হলে--

তিনকড়ি।

মিথ্যে ভয় করছ দাদা। আমাকে আর হাসপাতালে পাঠাতে হবে না। এখানে তুমি একলাই রাজত্ব করবে। আমি দুদিনের বেশি কোথাও টিকতে পারি নে, এ জায়গাও আমার সহ্য হবে না।

কেদার।

তা হলে আর জামাকে দক্ষাস কেন, নাহয় দুটো দিন আগেই গেলি।

তিনকড়ি।

বৈকুণ্ঠের খাতাখানা না চুকিয়ে যেতে পারছি নে, তুমি তাকে ফাঁকি দেবে জানি। অদৃষ্টে যা থাকে ওটা এই অভাগাকেই শুনতে হবে।

কেদার।

এ ছোঁড়াটাকে মেরে ধরে, গাল দিয়ে, কিছুতেই তাড়াবার জো নেই। তিনকড়ে, তোর খিদে পেয়েছে ?

তিনকড়ি।

কেন আর মনে করিয়ে দাও ভাই?

কেদার।

চল, তোকে কিছু পয়সা দিই গে, বাজার থেকে জলখাবার কিনে এনে খাবি।

তিনকড়ি।

এ কী হল। তোমারও ধর্মজ্ঞান। হঠাৎ, ভালোমন্দ একটা কিছু হবে না তো।

[উভয়ের প্রস্থান]

ঈশান ও বৈকুণ্ঠের প্রবেশ

বৈকুণ্ঠ।

ভেবেছিলুম, খাতাপত্রগুলো আর সঙ্গে নেব না--শুনে নীরুমা কাঁদতে লাগল, ভাবলে বুড়ো বয়সের খেলাগুলো বাবা কোথায় ফেলে যাচ্ছে। এগুলো নে ঈশেন--ঈশেন!

ঈশান।

কী বাবু!

বৈকুণ্ঠ।

ছোটোর উপর বড়োর যেরকম স্নেহ, বড়োর উপর ছোটোর সেরকম হয় না-- না ঈশেন?

ঈশান।

তাই তো দেখতে পাই।

বৈকুণ্ঠ।

আমি চলে গেলে অবু বোধ হয় বিশেষ কষ্ট পাবে না।

ঈশান।

না পাবারই সম্ভব। বিশেষ--

বৈকুণ্ঠ।

হাঁ, বিশেষ তার নতুন সংসার হয়েছে, আর তো আত্মীয়স্বজনের অভাব নেই, কী বলিস ঈশেন--

ঈশান।

আমিও তাই বলছিলুম।

বৈকুণ্ঠ।

বোধ হয় নীরুমার জন্যে তার মনটা, নীরুকে অরু বড়ো
ভালোবাসে-- না ঈশেন?

ঈশান।

আগে তো তাই বোধ হত, কিন্তু--

বৈকুণ্ঠ।

অবিনাশ কি এসব জানে?

ঈশান।

তা কি আর জানেন না? তিনি যদি এর মধ্যে না থাকতেন, তা হলে
কি আর বুড়িটা সাহস করত--

বৈকুণ্ঠ।

দেখ ঈশেন, তোর কথাগুলো বড়ো অসহ্য। তুই একটা মিষ্টিকথা
বানিয়েও বলতে পারিস নে? এতটুকু বেলা থেকে আমি তাকে
মানুষ করলুম--একদিনের জন্যেও চোখের আড়াল করি নি--
আমি চলে গেলে তার কষ্ট হবে না এমন কথা তুই মুখে আনিস
হারামজাদা বেটা! সে জেনে শুনে আমার নীরুকে কষ্ট দিয়েছে!
লক্ষ্মীছাড়া পাজি, তোর কথা শুনলে বুক ফেটে যায়!

"ভাবতে পারি নে পরের ভাবনা" গাহিতে গাহিতে বিপিনের
প্রবেশ

বিপিন।

ভেবেছিলুম ফিরে ডাকবে। ডাকে না যে। এই যে, বুড়ো
এইখানেই আছে।-- বৈকুণ্ঠবাবু, আমার জিনিসপত্র নিতে এলুম।
আমার ওই হুঁকোটা আর ওই ক্যান্ডিসের ব্যাগটা। ঈশেন, শিগগির
মুটে ডাকো।

বৈকুণ্ঠ।

সে কী কথা! আপনি এখানেই থাকুন। আমি করজোড় করে
বলছি, আমাকে মাপ করুন বেণীবাবু।

বিপিন।

বিপিনবাবু--

বৈকুণ্ঠ।

হাঁ হাঁ, বিপিনবাবু। আপনি থাকুন, আমরা এখনই ঘর খালি করে
দিচ্ছি।

বিপিন।

এই বইগুলো কী হবে?

বৈকুণ্ঠ।

সমস্তই সরাচ্ছি।

[শেল্ফ হইতে বই ভুমিতে নাবাইতে প্রবৃত্ত]

ঈশান।

এ বইগুলিকে বাবু যেন বিধবার পুত্রসন্তানের মতো দেখত, ধুলো
নিজের হাতে ঝাড়ত, আজ ধুলোয় ফেলে দিচ্ছে!

[চক্ষু-মোছন]

বিপিন।

কেদারের ঘরে আফিমের কৌটা-- ফেলে এসেছি--নিয়ে আসি
গে। "ভাবতে পারি নে পরের ভাবনা লো সই"।

[উভয়ের প্রস্থান]

তিনকড়ির প্রবেশ

তিনকড়ি।

এই-যে পেয়েছি। বৈকুণ্ঠবাবু ভালো তো?

বৈকুণ্ঠ।

কী বাবা, তুমি ভালো আছ? অনেক দিন দেখি নি।

তিনকড়ি।

ভয় কী বৈকুণ্ঠবাবু, আবার অনেক দিন দেখতে পাবেন। ধরা দিয়েছি, এখন আপনার খাতাপত্র বের করুন।

বৈকুণ্ঠ।

সে-সব আর নেই তিনকড়ি, তুমি এখন নিশ্চিত মনে এখানে থাকতে পারবে।

তিনকড়ি।

তা হলে আর লিখবেন না?

বৈকুণ্ঠ।

না, সে-সব খেয়াল ছেড়ে দিয়েছি।

তিনকড়ি।

ছেড়ে দিয়েছেন, সত্যি বলছেন?

বৈকুণ্ঠ।

হ্যাঁ, ছেড়ে দিয়েছি।

তিনকড়ি।

আঃ, বাঁচলেম। তা হলে ছুটি--আমি যেতে পারি?

বৈকুণ্ঠ।

কোথায় যাবে বাপু?

তিনকড়ি।

অলক্ষ্মী যেখানে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ান। ভেবেছিলুম মেয়াদ
ফুরোয় নি, খাতা এখনো অনেকখানি বাকি আছে, শুনে যেতে
হবে। তা হলে প্রণাম হই।

বৈকুণ্ঠ।

এসো বাবা, ঈশ্বর তোমার ভালো করুন।

তিনকড়ি।

উঁহু! একটা কী গোল হয়েছে! ঠিক বুঝতে পারছি নে। ভাই
ঈশেন, এতদিন পরে দেখা, তুমিও তো আমাকে মার্ মার্ শব্দে
খেদিয়ে এলে না-- তোমার জন্যে ভাবনা হচ্ছে।

অবিনাশের প্রবেশ

অবিনাশ।

দাদা, কোথা থেকে তুমি যত--সব লোক জুটিয়েছ বাড়ির মধ্যে,
বাইরে, কোথাও তো আর টিকতে দিলে না।

বৈকুণ্ঠ।

তারা কি আমার লোক অবু। তোমারই তো সব--

অবিনাশ।

আমার কে! আমি তাদের চিনি নে। কেদারের সব আত্মীয়, তুমিই
তো তাদের স্থান দিয়েছ। সেইজন্যেই তো আমি তাদের কিছু
বলতে পারি নে। তা, তুমি যদি পার তো তাদের সামলাও দাদা,
আমি বাড়ি ছেড়ে চললুম।

বৈকুণ্ঠ।

আমিই তো যাব মনে করছিলাম--

তিনকড়ি।

তার চেয়ে তাঁরা গেলেই তো ভালো হয়। আপনারা দু-জনেই গেলে তাঁদের আদর-অভ্যর্থনা করবে কে?

অবিনাশ।

বাড়ির মধ্যে একটা কে বুড়ি এসেছে, সে তো ঝগড়া করে একটাও দাসী টিকতে দিলে না--তাও সয়েছিলাম--কিন্তু আজ আমি স্বচক্ষে দেখলাম, সে নীরুর গায়ে হাত তুললে! আর সহ্য হল না, তাকে এইমাত্র গঙ্গাপার করে দিয়ে আসছি।

ঈশান।

বেঁচে থাকো ছোটোবাবু, বেঁচে থাকো।

বৈকুণ্ঠ।

অবিনাশ, তিনি ছোটবউমার আত্মীয়া হন, তাঁকে--

তিনকড়ি।

কেউ না, কেউ না, ও বুড়ি কদারদার পিসি। ওকে বিবাহ করে কদারের পিসে আর বাঁচতে পারলে না, বিধবা হয়ে ভাইয়ের বাড়ি আসতে ভাইও মরে বাঁচল, এখন কদারদা নিজের প্রাণ রক্ষা করতে ওকে তোমাদের এখানে চালান করেছে।

অবিনাশ।

দাদা, তোমার এই বইগুলো মাটিতে নাবাচ্ছ কেন? তোমার ডেক্সো গেল কোথায়?

ঈশান।

এ ঘরে যে বাবুটি থাকেন বই থাকলে তাঁর থাকবার অসুবিধে হয়,
বড়োবাবুকে তিনি লুটিস দিয়েছেন!

অবিনাশ।

কী! দাদাকে ঘর ছেড়ে যেতে হবে!

বিপিনের প্রবেশ

বিপিন।

"ভাবতে পারি নে পরের ভাবনা"--

অবিনাশ।

(তাড়া করিয়া গিয়া) বেরোও, বেরোও, বেরোও বলছি, বেরোও
এখান থেকে-- বেরোও এখনই--

বৈকুণ্ঠ।

আহা, থামো অবু, থামো থামো, কী কর--বেণীবাবুকে--

বিপিন।

বিপিনবাবুকে--

বৈকুণ্ঠ।

হাঁ, বিপিনবাবুকে অপমান কোরো না--

তিনকড়ি।

কেদারদাকে ডেকে আনতে হচ্ছে। এ তামাশা দেখা উচিত।

[উভয়ের প্রস্থান]

ঈশান বিপিনকে বলপূর্বক বাহির করিল

বিপিন।

ঈশেন, একটা মুটে ডাকো, আমার হুঁকো আর ক্যান্ডিসের
ব্যাগটা--

[উভয়ের প্রস্থান]

বৈকুণ্ঠ।

ঈশেন, হারামজাদা কোথাকার, ভদ্রলোককে তুই, তোকে আর--
ঈশান।

আজ আমাকে গাল দাও, ধরে মারো, আমি কিছু বলব না--প্রাণ
বড়ো খুশি হয়েছে।

কেদারকে লইয়া তিনকড়ির প্রবেশ

কেদার।

ওর নাম কী, অবিনাশ ডাকছ?

অবিনাশ।

হাঁ-- তোমার চুলো প্রস্তুত হয়েছে, এখন ঘর থেকে নাবতে হবে।

কেদার।

তোমার ঠাট্টাটা অবিনাশ অন্য লোকের ঠাট্টার চেয়ে, ওর নাম কী,
কিছু কড়া হয়।

বৈকুণ্ঠ।

আহা, অবিনাশ, তুমি থামো! কেদারবাবু, অবিনাশের উদ্ধত
বয়েস, আপনার আত্মীয়দের সঙ্গে ওঁর ঠিক--

অবিনাশ।

বনছিল না। তাই তিনি তাঁদের হাত ধরে সদর দরজার বার করে দিয়ে এসেছেন--

তিনকড়ি।

এতক্ষণে আবার তাঁরা খিড়কির দরজা দিয়ে ঢুকেছেন, সাবধান থাকবেন--

অবিনাশ।

এখন তোমাকেও তাঁদের পথে--

তিনকড়ি।

ওঁকে দোসরা পথ দেখাবেন, সব কটিকে একত্রে মিলতে দেবেন না--

কেদার।

অবু, ওর নাম কী, তা হলে আমার সম্বন্ধে করতলের পরিবর্তে পদতলেই স্থির হল--

অবিনাশ।

হাঁ, যার যেখানে স্থান--

কেদার।

ঈশৈন, তা হলে একটা ভালো দেখে সেকেন্ড ক্লাস গাড়ি ডেকে দাও তো।

তিনকড়ি।

ভেবেছিলুম এবার বুঝি একলা বেরোতে হবে--শেষ, দাদাও জুটল। বরাবর দেখে আসছি কেদারদা, শেষকালটা তুমি ধরা পড়ই, আমি সর্বাগ্রেই সেটা সেরে রাখি, আমার আর ভাবনা থাকে না।

কেদার।

তিনকড়ে! ফের!

বৈকুণ্ঠ।

কেদারবাবু, এখনই যাচ্ছেন কেন? আসুন, কিঞ্চিৎ জলযোগ করে
নিন--

তিনকড়ি।

তা বেশ তো, আমাদের তাড়া নেই।

বৈকুণ্ঠ।

- ঈশেন!